তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

জুন ২০১৯

জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

জেন্ডার বাজেট বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট দ্বারা নারীর জন্য পৃথক বাজেট করা বোঝায় না, বরং নারী ও পুরুষের উপর বাজেটের যে পৃথক প্রভাব এবং নারী-পুরুষের চাহিদার যে ভিন্নতা, তাকে আমলে নিয়ে বাজেট বরাদ্দকে বোঝায়। ব্যয়ের জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে বাজেটের অগ্রাধিকার নিরূপণে সহায়তা করে।

- জেন্ডার বাজেটের ইতিহাস প্রায় তিন দশকের পুরানো।
- ১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়া প্রথম 'নারী বাজেট' বা জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করে।
- পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, তানজানীয়া, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডসহ আফ্রিকা ও ইউরোপের বেশ কিছু দেশ জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

  বর্তমানে বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়।
- দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত জেন্ডার বাজেটের চল শুরু করে।

বাংলাদেশে পূর্বের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের অর্থবরাদ্দের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'জেন্ডার বাজেট' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সর্বমোট ৫,২৩,১৯১ কোটি টাকা ব্যয়ের যে জাতীয় বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, তন্মধ্যে-

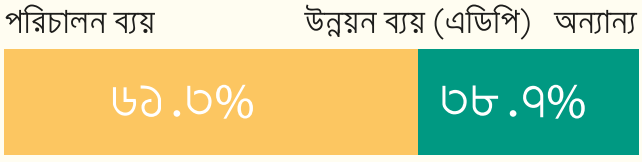

সর্বসাকুল্যে, জাতীয় বাজেটের মোট ব্যয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দ-

জেন্ডার বাজেটের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে নারীর উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে, তা মোট জিডিপির প্রায়-

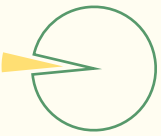

মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মোট বরাদ্দে নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার সংবেদনশীল অংশের পরিমাণের তুলনামূলক বিশ্লেষণে সর্বাপেক্ষা বেশি জেন্ডার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এমন ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো-

বরাদ্দের শতকরা হার হিসেবে-

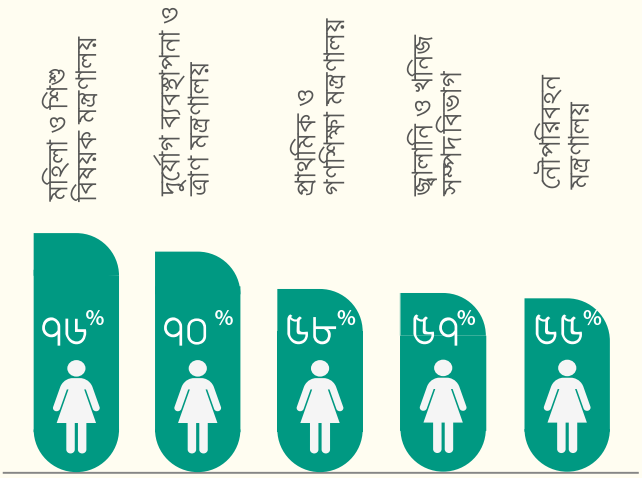

বরাদ্দের অর্থের পরিমাণ হিসেবে-

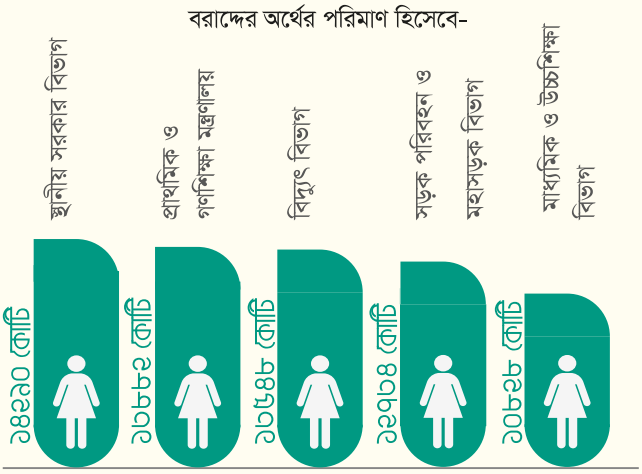

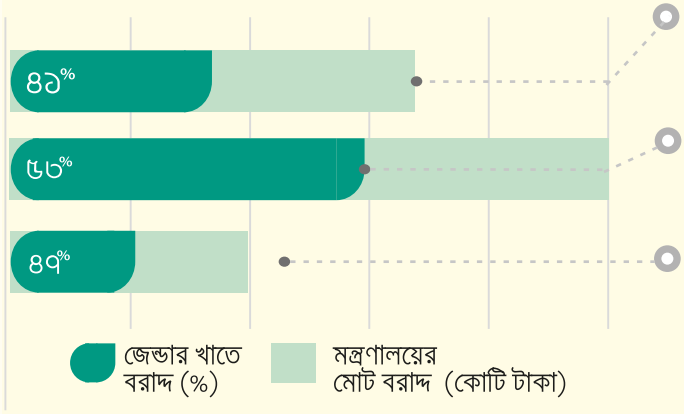

জেন্ডার বাজেটে নারী উন্নয়ন ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে ৪৩টি মন্ত্রণালয়কে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-

নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি :
৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১১০,০৩৩ কোটি টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ৪৫,৪৮৮ কোটি টাকা

সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহণ:
২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৬২,৭৩৭ কোটি টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ৮৬,০১১ কোটি টাকা

উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ:
৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬৩,৩০৮ কোটি টাকার বাজেটে জেন্ডার খাতে বরাদ্দ ২৯,৭৪৮ কোটি টাকা

বিগত ১০ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জেন্ডার খাতে বার্ষিক বরাদ্দ গড়ে ২২ শতাংশ বেড়েছে।

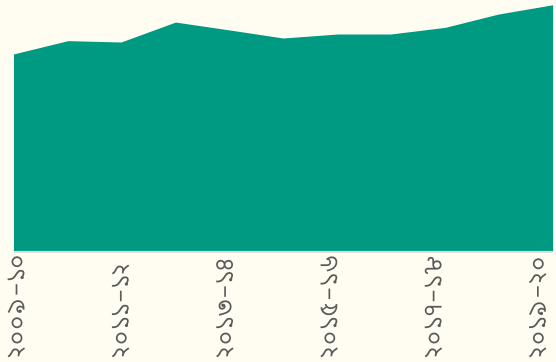

জাতীয় বাজেটে জেন্ডার বাজেটের অংশ (শতকরা হারে)

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটের বিবেচ্য

দেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৩৬%, যা পুরুষের তুলনায় অনেক কম

৩৬%

৮০%

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের (২০১৮) জেন্ডার অসমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান **১৩৬ তম**

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ সূচকে (২০১৮) বাংলাদেশের অবস্থান **৪৮ তম**

নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাফল্য:

- সরকার প্রায় ৪০ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা দিয়ে আসছে যার মধ্যে ১৯ লাখ ৩৭ হাজার সুবিধাভোগী হলেন নারী। অর্থবছর ২০১৯-২০ এর সংখ্যা বেড়ে হবে ৪৪ লাখ।
- ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ১০ লাখ ৪০ হাজার বিধবা ও দুস্থ নারীর জন্য খাদ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
- ৭ লাখ দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সংখ্যা বেড়ে হবে ৭ লাখ ৭০ হাজার।
- সরকার ২ লাখ ৫০ হাজার কর্মজীবী স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এর আওতা বেড়ে হবে ২ লাখ ৭৫ হাজার।